মুজিবনগরের সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস আর নেই

মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান, তিনবারের ইউপি চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস ইন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন) ।

গতকাল শুক্রবার রাত ১১টা ১০ মিনিটে তিনি রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

মরহুমের জানাযার সময় ও স্থান পরে জানিয়ে দেওয়া হবে।

আবেদন করেননি কারাবন্দি আ.লীগের নেতারা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মেহেরপুর জেলায় পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য মোট ৬ হাজার ৬৬২ ভোটার নিবন্ধন করেছেন। এর মধ্যে সংসদীয় আসন ৭৩, মেহেরপুর-১ আসনের জন্য ৩ হাজার ৫২০ এবং সংসদীয় আসন ৭৪, মেহেরপুর-২ আসনের জন্য নিবন্ধন করেছেন ৩ হাজার ১৪২ ভোটার।

এদিকে কারাগার থেকে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ চালু হওয়ায় মেহেরপুর জেলা কারাগার থেকে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন ২২ বন্দি ভোটার। তবে কারাগারে থাকা সাবেক ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের একাধিক প্রভাবশালী নেতা এ সুযোগের জন্য আবেদন করেননি।

জানা গেছে, সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, ফরহাদের স্ত্রী মোনালিসা, ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল, ভগ্নিপতি বাবলু

বিশ্বাস, সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম, সাবেক পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, সাবেক সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আনারুল ইসলামসহ কারাগারে থাকা আওয়ামী লীগের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের আরও কয়েকজন নেতা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য আবেদন করেননি।

মেহেরপুরের দুটি সংসদীয় আসনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে জেলা নির্বাচন অফিস থেকে সরবরাহ করা ভোটার তথ্যের সিডি বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসের প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী, জেলার দুটি আসনে মোট ভোটারের সংখ্যা ৫ লাখ ৮৭ হাজার ৬৮০ জন। পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৯২ হাজার ৯৭৭ জন, নারী ভোটার ২ লাখ ৯৪ হাজার ৬৯৭ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৬ জন। এদের মধ্যে নতুন ভোটার ৩১ হাজার ৭১৪ এবং পোস্টাল ভোটারের সংখ্যা ৬ হাজার ৬৬২ জন।

উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে প্রবাসে অবস্থানরত ভোটার, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আইনানুগভাবে হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে আইটি-সাপোর্টেড পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতি চালু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত (আইসিপিভি) ভোটারদের মধ্যে ব্যালট পাঠানো হচ্ছে।

ইসি ও প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন বিষয়ক ওসিভি-এসডিআই প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে, শনিবার বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত ৫ লাখ ১৮ হাজার ৬০৩ জন ভোটারের কাছে ব্যালট পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ৭ হাজার ৩৬৭ জন ব্যালট গ্রহণ করেছেন এবং ৪ হাজার ৯০২ জন ভোটদান সম্পন্ন করেছেন। পাশাপাশি ২ হাজার ৩৯৪ জন ভোটার পোস্ট অফিস বা ডাকবাক্সে ব্যালট জমা দিয়েছেন।

অন্যদিকে, পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধনকারী চার লাখ ৫৮ হাজার ৫৯ জন প্রবাসী ভোটার ইতোমধ্যে ভোটদান সম্পন্ন করেছেন বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। ইসির তথ্য অনুযায়ী, শনিবার বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত সাত লাখ ৬৬ হাজার ৮৬২টি ব্যালট সংশ্লিষ্ট প্রবাসী ভোটারদের গন্তব্য দেশে পৌঁছেছে। এর মধ্যে পাঁচ লাখ ১৮ হাজার ৩৪৫ জন ব্যালট গ্রহণ করেছেন এবং এক লাখ ৪৪ হাজার ৮৬০টি ভোটের ব্যালট দেশে ফিরে এসেছে।

আ.লীগের নেতাকর্মীদের ভোটে পাশ করতে চান রাশেদ খান

ঝিনাইদহ-৪ আসনের বিএনপি প্রার্থী ও গণঅধিকার পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান বলেছেন, ‘আওয়ামী লীগের সবাই অপরাধ করে নাই। গণঅভ্যুত্থাণের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার পালা বদল হয়েছে। আমি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বলবো, যে আপনারা ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিয়ে বিএনপিকে বিজয়ী করুন। এবারের নির্বাচন স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির এবং স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তির নির্বাচন।’

গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় কালীগঞ্জের বগেরগাছী বাজারে নির্বাচনী সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগের যারা অন্যায় করে নাই, অপরাধ করে নাই তারা বিএনপি’র কাছে নিরাপদ। আমি বারবার বলছি আওয়ামী লীগের সবাই তো অপরাধ করে নাই। গণঅভ্যুত্থাণের পর আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি আনার সাহেবের মার্কেট দখল করা হয়েছে। যারা আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান-মেম্বার ছিল তাদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করা হয়েছে। কালীগঞ্জের হাট-বাজার দখল টেন্ডারবাণিজ্য কারা করেছে আপনারা খোঁজ নেন।’

রাশেদ খান বলেন, ‘গণঅভ্যুত্থাণের পর ঝিনাইদহ-৪ আসনে ৫ জন মানুষ হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছে। এসব হত্যার দায়-দায়িত্ব কারা নিবে। যারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে আপনারা তাদের চিনেন। আজ যারা বিদ্রোহী প্রার্থী হয়েছেন তাদের নেতাকর্মীরা এসব ঘটনা ঘটিয়েছে। সুতরাং আমরা মনে করি এই খুনিদের জনগণ কোনোভাবেই আশ্রয় দিবে না।

ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগের ভোট টানতে মরিয়া প্রার্থীরা

ঝিনাইদহের চারটি সংসদীয় আসনে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা জমে উঠেছে। নিজেদের পক্ষে ভোট টানতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন। দিচ্ছেন উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি। বিশেষ করে আওয়ামী লীগের ভোটারদের সমর্থন পেতে অধিকাংশ প্রার্থী সরব হয়েছেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ নেতাকর্মীদের ওপর জুলুম করা যাবে না বলে বিভিন্ন সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন তাঁরা। তাদের হয়রানি না করতেও হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। আওয়ামী লীগের ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এই সরকারের দায়িত্ব বলেও মন্তব্য করেছেন কেউ কেউ। অনেকে দাবি করেছেন, তা না হলে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা প্রশ্নের মুখে পড়বে।

জানা গেছে, ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা) আসনে বিএনপির প্রার্থী সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁর নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগের ভোটারদের সমর্থন পেতে প্রকাশ্যে দলটির পক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন।

একটি নির্বাচনী সভায় মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘আওয়ামী লীগে যেমন খুনি আছে, তেমনি অনেক আদর্শিক সৈনিকও আছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার জন্য জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। আমি তখন অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলাম, সেটি আমি হতে দেইনি।’

ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ ও সদরের আংশিক) আসনে বিএনপির প্রার্থী গণঅধিকার পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করছেন। তিনিও নির্বাচনী প্রচারে কৌশলে আওয়ামী লীগের সাধারণ ভোটারদের সমর্থন অর্জনের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

বিভিন্ন সভা-সমাবেশে তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগের নিরীহ ও সাধারণ কাউকে যেন জুলুম বা অত্যাচার করা না হয়।’ চব্বিশের ৫ আগস্টের পর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কাছ থেকে চাঁদাবাজির বিরুদ্ধেও তিনি প্রকাশ্যে কথা বলছেন।

এছাড়া নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরাও

আওয়ামী লীগের ভোট টানতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দলটির নেতাকর্মীরা আওয়ামী লীগের ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের আশ্বাস দিচ্ছেন।

অপরদিকে ঝিনাইদহ-২ ও ঝিনাইদহ-৪ আসনের অন্যান্য প্রার্থী ও তাঁদের কর্মী-সমর্থকরাও আওয়ামী লীগের ভোটারদের কাছে টানতে নানা কৌশল অবলম্বন করছেন।

জেলা সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আনোয়ারুজ্জামান আজাদ বলেন, ‘কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় এবারের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কার্যত নির্বাচনী মাঠে নেই। ঝিনাইদহের সবকটি আসনেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীদের মধ্যে। এ কারণে প্রার্থীরা কৌশলে আওয়ামী লীগের ভোটার টানার চেষ্টা করছেন। কেউ কেউ আওয়ামী লীগ-সমর্থিত ভোটারদের নিরাপদে রাখার আশ্বাস দিচ্ছেন, আবার কেউ কেউ ভোট না দিলে নানা ধরনের ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন। এটি ভোটের রাজনীতির একটি অংশ হয়ে উঠেছে। তবে আওয়ামী লীগের ভোট কোন প্রার্থী পাবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না।’

তিনি আরও বলেন, ‘ঝিনাইদহ-৪ আসনে বিএনপির নেতা-কর্মীরা স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী ও সমর্থকদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় বিএনপি ও জামায়াতের কর্মীরা একে অপরের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলছে। অনেককে ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে, যা নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নষ্ট করছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নজরদারি আরও বাড়াতে হবে।’

ঝিনাইদহের চারটি সংসদীয় আসনে মোট ২১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এবারের নির্বাচনে জেলার চারটি আসনে মোট ১৫ লাখ ৯৬ হাজার ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এর মধ্যে নারী ভোটার ৮ লাখ ৯৫ হাজার ৯৮৪ জন, পুরুষ ভোটার ৮ লাখ ৩৯০ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ২৯ জন।

দর্শনায় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন চন্ডিপুর গ্রাম থেকে আওয়ামী লীগ নেতা আবু সিদ্দিক (৬৫)-কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার ভোর ৪টার দিকে তাকে গ্রেপ্তার করে দর্শনা থানা পুলিশ। গ্রেফতারকৃত আবু সিদ্দিক উপজেলার চন্ডিপুর পূর্বপাড়া গ্রামের মৃত তরিবত মন্ডলের ছেলে এবং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ শুক্রবার ভোরের দিকে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি বিশেষ টিম উপজেলার চন্ডিপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা আবু সিদ্দিক-কে গ্রেপ্তার করে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গ্রেফতারকৃত আবু সিদ্দিকের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নাশকতা মামলা হয়েছে। তাকে দুপুরে চুয়াডাঙ্গা আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

আলমডাঙ্গায় নাশকতা মামলার আসামি আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে নাশকতা মামলার আসামি আওয়ামী লীগের নেতা গ্রেফতার হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে নাশকতা মামলায় বাড়াদি ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি শাকিল (৫২) কে গ্রেফতার করেছে।

গত বৃহস্পতিবার রাতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের একটি বিশেষ দল অভিযান চালিয়ে তাকে তার নিজ গ্রাম বাড়াদি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেফতারকৃত আসামি শাকিল আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি গ্রামের সৌরভের ছেলে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বানী ইসরাইল বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং অপরাধ দমনের লক্ষ্যে চলমান বিশেষ অভিযানের অংশ হিসেবেই এই গ্রেপ্তার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃত আসামির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে গতকাল তাকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় নাশকতা মামলায় স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে নাশকতা মামলার আসামি স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা গ্রেফতার হয়েছে। গতকাল নাগদাহ এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার, ১০ই নভেম্বর ২০২৪ এর এফআইআরকৃত মামলা নং-১০, তদন্তে সাজাপ্রাপ্ত আসামী নাগদাহ ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক রাসেল জোয়ার্দার (৪৫) গ্রেফতার হয়েছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলা নাগদাহ গ্রামের জোয়ার্দার পাড়ার নজরুল ইসলাম জোয়ার্দ্দারের ছেলে রাসেল জোয়ার্দার।

এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরায়েল বলেন, নাশকতা মামলায় রাসেল জোয়ার্দার কে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

দায়ের করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, মামলার তদন্ত চলমান রয়েছে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

দর্শনায় বিএনপি-আওয়ামী লীগসহ ১০২ জন কর্মী-সমর্থকের জামায়াতে যোগদান

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার দর্শনায় লালনভক্ত বিএনপি-আওয়ামী লীগের ১০২ জন কর্মী-সমর্থক আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। জেলা জামায়াতের আমীর রুহুল আমিন যোগদানকারীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। জামায়াতে ইসলামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা যোগদান করেন। গতকাল রোববার বিকেলে দর্শনা থানার তিতুদহ ইউনিয়নের বলদিয়া গ্রামের একটি মাদ্রাসায় এ যোগদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আমাদের রাজনীতির একটি ভিশন আছে। আমাদের রাজনীতি যেনতেনো নয়। আমাদের দর্শন শুধু ভোটাভুটি না। আসমান-জমিন সবকিছু আল্লাহর, তাই এখানে আইন চলবে আল্লাহর। আমরা সকল জায়গায় আল্লাহর আইন ও বিধান কায়েম করতে চাই। সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ নয়, সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ। আল্লাহর বিধান চালু হলে দুনিয়াতে শান্তি আর আখিরাতে মুক্তি মিলবে। ৫ তারিখের পরে আমাদের পেশা পরিবর্তন হয়নি, আমরা যেমন ছিলাম তেমনই আছি। কিছু মানুষ আলাদিনের চেরাগ পেয়েছে। আমরা টাকা ইনকামের জন্য রাজনীতি করি না। আমরা মানবতার কল্যাণ সাধন করতে চাই, সত্যের পথে থাকতে চাই। জামায়াতের কর্মীরা সবাই চাঁদাবাজি, দুর্নীতি ও মাদকমুক্ত। আমরা বলতে পারি আসুন আখিরাতের চিন্তা করে দুনিয়াতে শান্তি নিয়ে বসবাস করি। তিনি বলেন, সব দল দেখা শেষ দাঁড়িপাল্লার বাংলাদেশ।

এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউনিট সদস্য আব্দুর রউফ, দর্শনা থানা আমীর রেজাউল করিম মাস্টার, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি সাগর হোসেন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সহ-সভাপতি আবুল কালাম, তিতুদহ ইউনিয়ন যুব বিভাগের সভাপতি লিটন হোসেন, সমাজকল্যাণ বিষয়ক সভাপতি শফিকুল ইসলাম, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সভাপতি মাসুদুর রহমান, ইউনিয়ন টিম সদস্য আলমগীর হোসেন, হাফিজুর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন তিতুদহ ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মাহাবুব হাসান। যোগদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তিতুদহ ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর রফিজ উদ্দিন মাস্টার।

লালনভক্ত বিএনপি-আওয়ামী লীগসহ ১০২ জন কর্মী-সমর্থক আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন।

দর্শনার তিতুদহ ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমীর রফিজ উদ্দিন মাস্টার জানান, লালনভক্তরা জামায়াতের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যোগদান করেছেন। লালনভক্তরা লালনের কৃষ্টি–কালচারের মধ্যে দিন-দুনিয়া এবং ইসলামের কোনো কিছু খুঁজে না পেয়ে ইসলাম ও আল্লাহকে বুকে ধারণ করে যোগদান করেছেন। তাদের পাশে তারা সর্বদা থাকবেন। আজ ১০২ জন যোগদান করেছেন।

ঝিনাইদহ-২ আসনে নির্বাচন নিয়ে নতুন মেরুকরণ, মাঠে থাকছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী

যতই দিন ঘনিয়ে আসছে ত্রয়োদশ নির্বাচন নিয়ে মানুষের মঝে বাড়ছে নির্বাচনী উত্তাপ। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আগামী ২০২৬ সালেরঝিনাইদহ ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে বলে সম্ভাব্য সময় ঘোষণা দিয়েছেন। এলক্ষে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রস্তুতি নিতে রাতদিন মাঠে কাজ করে যাচ্ছে।

গত ৩নভেম্বর বিএনপির পক্ষ থেকে ২৩৭ জন সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। সেই তালিকায় ঝিনাইদহ জেলার মাত্র ১টি আসনের